মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(ঊনবিংশ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

খিলজি বংশ

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি ২৫
খিলজিদের পরিচয় ২৫
জালালুদ্দিন খিলজি : এক নতুন যুগের সূচনা ২৫
পদ বণ্টন ২৭
সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কৌশিক লাল মহলে প্রবেশ ২৭
মালিক চুজোর বিদ্রোহ : সুলতানের নম্রতা ও সদাচরণ ২৯
ঠগ ও লুটেরাদের সঙ্গে আচরণ ৩১
সুলতানের বিরুদ্ধে আমিরদের আঁতাঁত ৩২
সায়্যিদি মাওলার ঘটনা ৩২
রাজপুতানার অভিযান ৩৫
তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩৬
মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ ৩৮
মান্দাওয়ার অভিযান ৩৮
দেবগিরি জয় ৩৯
আলি গেরশাস্পের চক্রান্ত : সুলতান হত্যা ৪২
একনজরে সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির চরিত্র ৪৮
দয়া ও ক্ষমা ৪৮
নির্মাণশিল্পের প্রতি আগ্রহ ৪৯
জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ৪৯
জুলুমের পরিণতি ৫০

রুকনুদ্দিন ইবরাহিম (কদর খান) ৫২
মালিকার ভুল সিদ্ধান্ত : রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের মসনদের আরোহন ৫২
আলি গেরশাস্পের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দয়া ৫২
পরিস্থিতি নাগালের বাইরে ৫৩
রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের পলায়ন ৫৩

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ৫৪
আলাউদ্দিনের ব্যক্তিত্ব ৫৪
নতুন পদ বণ্টন ৫৫

আলাউদ্দিন খিলজিকে যেসব অভিযানের মুখোমুখি হতে হয় ৫৭
জালালুদ্দিন খিলজির পরিবারের ওপর দমন-পীড়ন ৫৮
রাজকোষকে শক্তিশালী করা ৫৯

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ৬১
গুজরাট বিজয় ৬১
নওমুসলিম মোঙ্গলদের বিদ্রোহ এবং নুসরাত খানের জুলুমবাজি ৬২
রনথম্বপুর অভিযান : সুলতানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ৬৩
আলমাস বেগের মৃত্যু ৬৫
হাজি মাওলার বিদ্রোহ ৬৬
চতুড় বিজয় ৬৭
রানি পদ্মাবতীর বাহাদুরি ৬৮
গুজরাট পুনরুদ্ধার : আলপ খানের শাসন ৬৯

মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ ৭১
মোঙ্গলদের প্রথম আক্রমণ : জলন্ধরের যুদ্ধ ৭১
সেহওয়ানের যুদ্ধ ৭২
মোঙ্গলদের দ্বিতীয় আক্রমণ : দিল্লির বাইরে ‘কিলি’ যুদ্ধ ৭৩
মোঙ্গলদের তৃতীয় হামলা : দিল্লির পাশে মোর্চাবন্দি অবস্থায় যুদ্ধ ৭৫
নতুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ৭৭
আলাউদ্দিনের পথভ্রষ্টতা এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন ৭৭
মোঙ্গলদের চতুর্থ হামলা : বারনের (বুলন্দশহর) যুদ্ধ ৮১
মোঙ্গলদের পঞ্চম হামলা : আমরুহার যুদ্ধ ৮২
গুজরাটে মোঙ্গলদের হামলা ৮৩
মোঙ্গলদের ষষ্ঠ হামলা ৮৩

দক্ষিণ হিন্দুস্তানে বিজয়ধারা ৮৫
বারাঙ্গল অভিযান ৮৫
মালওয়া ও উজ্জয়িনী বিজয় ৮৬
নতুন করে দেবগিরী পদানত ৮৬
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে আরও কিছু আক্রমণ : বারাঙ্গল বিজয় ৮৭
ধুর সমুদ্র ও মাবারি পদানত ৮৮
প্রশাসনিক পরিবর্তন ৯০
বিদ্রোহ বন্ধ করার জন্য কঠিন শাস্তি ৯১
কাজি মুগিসের সাথে কথোপকথন ৯৪
আলাউদ্দিন খিলজির জীবনের শেষ বছর এবং তার পতন ৯৯
দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তান অভিযানে মালিক কাফুর ৯৯
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তান নিয়ে আলাউদ্দিনের কৌশল ৯৯
নওমুসলিম মোঙ্গলদের গণহত্যা ১০০
একটি বিপথগামী দলের গণহত্যা ১০১
কেন বিগড়ে গেলেন সুলতান আলাউদ্দিনের ছেলে ১০২
যুবরাজ খিজির খান এবং দেভালদির (দীপাবলি) প্রেমের কাহিনি ১০৩
আলাউদ্দিনের মেজাজের রুক্ষতা বৃদ্ধি ১০৪
রাজপরিবারের সাথে মালিক কাফুরের দ্বন্দ্ব ১০৪
আলাউদ্দিনের অসুস্থতা ১০৫
খিজির খানকে যুবরাজ পদ থেকে অব্যাহতি : আলপ খানকে হত্যা ১০৬
খিজির খানের বন্দিত্ব ১০৭
আলাউদ্দিনের মৃত্যু ১০৮
আলাউদ্দিনের কর্মকাণ্ড এবং একনজরে তার শাসনকাল ১০৯
আলাউদ্দিনের অবদান ১০৯
নির্মাণশিল্পে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ ১১০
শান্তি ও স্থিতিশীলতা ১১০
মর্যাদাবান উলামায়ে কেরামের আধিক্য ১১১
আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কে আল্লামা বারনির পর্যালোচনা ১১১
আলাউদ্দিন খিলজি এবং পদ্মাবতীর উপাখ্যান ১১২

শিহাবুদ্দিন উমর ...১১৫
কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শাহজাদাদের ওপর জুলুম ...১১৫
মুবারক শাহকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং কাফুরের পরিণতি ...১১৬

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি ...১১৭
মুবারক শাহর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ...১১৭
খসরু খান ও হুসামুদ্দিনের সাথে মুবারক শাহর প্রেমের সম্পর্ক ...১১৮
গুজরাটের বিদ্রোহ ও নতুন ব্যবস্থাপনা ...১২০
দেবগিরি সফর ...১২০
নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা ...১২১
ভাইকে হত্যা ...১২২
বিদ্রোহের আশঙ্কায় দুজন নায়েবকে হত্যা ...১২২
বিদ্রোহের শাস্তি মাত্র একটি চড় ...১২২
কিছু উত্তম পদায়ন ...১২৩
দেবগিরি হয়ে গেল কুতুবাবাদ ...১২৪
মুবারক শাহের না-মুবারক আচরণ ...১২৪
খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া রহ.-এর অবমাননা ...১২৫

খসরু খানের বিজয় ও চক্রান্তসমূহ ...১২৭
মাবারিতে থাকাবস্থায় খসরু খানের বিদ্রোহী তৎপরতা ...১২৭
খসরু খানের চক্রান্ত ফাঁস : বাদশাহকে অবগতি ...১২৮
বাদশাহকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে খসরু খানের সফলতা ...১২৮
খসরু খানের ওপর মুবারক শাহর অন্ধ বিশ্বাস ...১২৯
শাহি মহলের চাবিও খসরুর হাতে ...১৩০
বাদশাহর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি : কাজি খান কর্তৃক বাদশাহকে সতর্ককরণ ...১৩০
অদ্ভূত মাদকীয় এক প্রাণঘাতী রাত ...১৩১
যে কারণে আলাউদ্দিন খিলজির সন্তানদের এই পরিণতি ...১৩৩

খসরু খান ...১৩৫
খসরু খানের মসনদে আরোহণ ...১৩৫
আমিরদের নীরবতা : শাহজাদিদের সম্ভ্রমহানি ...১৩৫
আলায়ি শাহজাদাদের হত্যা ...১৩৬
নতুন পদ বণ্টন ...১৩৬

হিন্দুদের ওপর রাজভান্ডার উজাড় করে দেওয়া ১৩৭
ইসলামি নিদর্শনসমূহ ভূলুণ্ঠিত ১৩৭
গাজি মালিকের প্রস্তুতি : নীরব যোগাযোগ ১৩৯
মালিক জুনার পলায়ন ১৪০
গাজি মালিকের সাথে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর আমিরগণের জোট ১৪১
দিল্লি অভিমুখে গাজি মালিকের অগ্রযাত্রা ১৪২
সিরসার যুদ্ধ ১৪২
দিল্লির যুদ্ধ ১৪৩

খিলজি-রাজত্ব পতনের কারণসমূহ ১৪৬
১. আলাউদ্দিন খিলজির দুর্বল উত্তরাধিকারী ১৪৬
২. দরবার কক্ষে চক্রান্ত : আমিরদের ভেতর অশান্তি ১৪৬
৩. বংশপূজা : অতুর্কি আমিরদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ১৪৬
৪. কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক শহরগুলোতে বিদ্রোহ ১৪৭
৫. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ ১৪৭
৬. সহায়তা থেকে বঞ্চিত জনগণ ১৪৭
৭. হিজড়াদের ওপর মাত্রাহীন ভরসা ১৪৭

তুগলক বংশ

তুগলক কারা ছিল ১৫১

গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৩
গাজি মালিকের দিল্লিতে প্রবেশ ১৫৩
বিনয় ও নম্রতা : রাজত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ১৫৩
বাহরাম আইবারকে রাজত্ব গ্রহণের অনুরোধ ১৫৪
যখন গাজি মালিক হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৫

গিয়াসুদ্দিন তুগলক : শাসনক্ষমতা ও চরিত্র ১৫৬
ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৬
পদবিসমূহ পুনর্বণ্টন ১৫৮

গিয়াসুদ্দিন তুগলকের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ১৫৯
শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা ১৫৯
অর্থনৈতিক সংস্কার ১৫৯

গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ১৬১
মোঙ্গলদের একটি ব্যর্থ অভিযান ১৬১
দাক্ষিণাত্য ও তেলেঙ্গানার প্রথম অভিযান ১৬১
তেলেঙ্গানায় দ্বিতীয় অভিযান ও বিজয় ১৬৪
বাঙালা বিজয় : নতুন করে দিল্লির সাথে লখনৌতি ও সোনারগাঁওয়ের সংযুক্তি ১৬৫
তেরহাট দুর্গ দখল ১৬৬
সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ইন্তেকাল ১৬৭
গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ইন্তেকালের তারিখ ১৬৮

সংস্কার ও সাফল্য ১৬৯
ইতিহাসবিদ ফিরিশতার দৃষ্টিতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৭১

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক ১৭৩
ঘটনাবলির ক্রমধারা ১৭৪
নতুন পদ-বণ্টন ১৭৪

দৌলতাবাদ (কুব্বাতুল ইসলাম) ১৭৬
মুদ্রার উলটো পিঠ ১৭৬
রাজধানী পরিবর্তনের ইতিহাস ১৭৮
দৌলতাবাদ যাওয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা ১৭৯
দৌলতাবাদের জনবসতির প্রতি মনোযোগ ১৮০

মুহাম্মাদ তুগলকের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ১৮১
দক্ষিণ-হিন্দুস্তানে গেরশাস্পের বিদ্রোহ এবং দমন : ৭২৭ হিজরি ১৮১
কন্ধানা বিজয় : ৭২৮ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ১৮৩
কিশলু খানের বিদ্রোহ : ৭২৮ হিজরি ১৮৩
গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহর বিদ্রোহ : ৭২৮ হিজরি ১৮৬
অস্থায়ীভাবে দিল্লিতে দুই বছর বসবাস : ৭২৯-৭৩০ হিজরি ১৮৬
মোঙ্গলদের হামলা : ৭২৯ হিজরি ১৮৬
দোয়াবে গণহত্যা : ৭৩০ হিজরি ১৮৭
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে নতুন করারোপ ১৮৮

প্রথম দুর্ভিক্ষ (৭৩১-৭৩৪ হিজরি) ১৮৯
পানি সেচের জন্য অনুদান ১৯০

দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি, দৌলতাবাদ থেকে প্রত্যার্বনের সিদ্ধান্ত এবং নতুন পদায়ন ১৯০
সুলতানের মাতা এবং উজিরের দিল্লি আগমন ১৯১
রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন : ৭৩৫ হিজরি ১৯১

দূরবর্তী লক্ষ্য ও ব্যর্থ অভিযান ১৯৩
ইরাক ও মধ্য-এশিয়া পদানত করার পরিকল্পনা : ৭৩৭ হিজরি ১৯৩
চীন পদানত করার স্বপ্ন এবং বিপুল পুঁজি নষ্ট : ৭৩৮-৭৩৯ হিজরি ১৯৩

বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা ১৯৫
বাঙালায় বিদ্রোহ : ৭৩৭-৭৪০ হিজরি ১৯৫
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে সাইয়েদ আহসানের বিদ্রোহ : ৭৩৯ হিজরি ১৯৭
সুলতানের দিল্লি থেকে গুজরাটে গমন : জুমাদাল উলা ৭৩৯ হিজরি ১৯৮
লাহোরে বিদ্রোহ : ৭৩৯ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ১৯৮
মহামারির কারণে সুলতানের ব্যর্থ বারাঙ্গল অভিযান : ৭৩৯ হিজরির শেষ দিকে ১৯৯

দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ : ৭৩৯ হিজরির মাঝামাঝি থেকে ৭৪১ হিজরির শেষ পর্যন্ত ২০১
শাহু লোধিকে দমন : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ২০২
দুর্ভিক্ষের ধ্বংসযজ্ঞ এবং সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপ : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি ২০৩
সুনাম ও সামানার দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসন : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি ২০৪
সুরগ দুয়ারিতে শিবির : ৭৪০ হিজরির শেষাংশ ২০৫
আইনুল মুলকের বিদ্রোহ : ৭৪১ হিজরির মাঝামাঝি ২০৬
ট্যাক্স মওকুফ এবং ইনসাফের কাচারি : ৭৪১ হিজরি ২১০
দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি এবং সালার মাসউদ গাজির মাজারে হাজিরা ২১১
সুলতানের দিল্লি প্রত্যাবর্তন : জিলকদ ৭৪১ হিজরি ২১১
শাইখ শিহাবুদ্দিন ইবনে আহমাদ জামকে হত্যা ২১২
ইবনে বতুতাকে তিরস্কার ২১৪
সুলতানের সেহওয়ান যাত্রা ২১৪
চীন সম্রাটের পক্ষ থেকে দূতিয়ালি ২১৫
আব্বাসি খলিফার দূতকে স্বাগত জানানো : ৭৪৪ হিজরি ২১৬

বিদ্রোহের অন্তহীন ধারাবাহিকতা ২১৮
উত্তর পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ২১৮

নেজাম মায়িনের বিদ্রোহ : ৭৪৫ হিজরি ২১৮
গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ২১৯
দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ নায়েকের বিদ্রোহ : ৭৪৫ হিজরি ২১৯
বেদরে (দাক্ষিণাত্য) নুসরাত বেগের বিদ্রোহ : ৭৪৬ হিজরি ২১৯
আমিরানে সাদাহ এবং আলি শাহর বিদ্রোহ : ৭৪৬ হিজরি ২২০
দাক্ষিণাত্যের নতুন ব্যবস্থাপনা ২২১
নওমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন ২২১
গুজরাটে আফগান ও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ ২২২
সুলতানের গুজরাট সফর : ৭৪৮ হিজরি ২২৪
আল্লামা বারনি এবং সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের মধ্যে কথোপকথন ২২৫
মারা গেলেন গুজরাটের শাসক আজিজ খিমার ২২৬
বিদ্রোহীদের ওপর সুলতানের বিজয় ২২৭
দৌলতাবাদেও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ : ৭৪৯ হিজরি ২২৮
আমিরানে সাদাহর সাথে ভারুচের যুদ্ধ : ৪৭৯ হিজরি ২২৮
মালিক তগির বিদ্রোহ : ৭৪৯ হিজরি ২২৯
সুলতান এবং আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনির মধ্যে কথোপকথন ২৩০
গুজরাটে অবস্থান : ৭৫০ হিজরি ২৩২
মালিক তগিকে ধাওয়া : কারনাল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ২৩৩
সুলতানের অসুস্থতা : দিল্লি থেকে শাহি অভিজাত ব্যক্তিদের আগমন ২৩৩
শেষ সফর ও পরকালযাত্রা ২৩৪
ফিরোজ শাহ তুগলগকের উত্তরাধিকার : একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত ২৩৫
পতনের কারণসমূহ ২৩৬

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৩৮

সুলতানের রুক্ষ আচরণ ২৩৯
হাতি দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ভয়ানক পদ্ধতি ২৪০
এক কারামতওয়ালা বুজুর্গকে হত্যা ২৪১
ফারগানার নেতাকে হত্যা ২৪১
দুই নিরপরাধ যুবককে হত্যা ২৪১
একটি বাক্যের জন্য তিনজন আলেমকে মৃত্যুদণ্ড ২৪২

সুফি সাধকদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা ২৪৩
শাহ রুকনে আলম রহ.-এর পৌত্রের সঙ্গে অমানবিক আচরণ ২৪৪

জুলুমবাজির এক বিস্ময়কর কাহিনি ২৪৫

উলামা-মাশাইখ থেকে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে হত্যার নিশানা বানানো ২৪৬

দুই সিন্ধি ফকিহ থেকে জোরপূর্বক না হওয়া অপরাধের স্বীকৃতি আদায় ২৪৭

বেত্রাঘাত খেতে খেতে নিহত খতিবুল খুতাবা ২৪৮

জুলুমকে বৈধতা দেবার ক্ষেত্রে আলেমদের জড়ানোর চেষ্টা ২৪৮

শাইখ নাসিরুদ্দিন চেরাগে দিল্লি রহ.-এর সম্মানহানি ২৪৯

মুহাম্মাদ তুগলকের জুলুমবাজির ওপর পর্যালোচনা ২৪৯

সুলতানের ধর্মীয় প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ২৫১

মুহাম্মাদ তুগলকের বিস্ময়কর ধারণাসমূহ ২৫২

সুলতান ধার্মিক নাকি অবাধ্য ছিলেন? ২৫৩

কিছু ব্যর্থ পরিকল্পনা ২৫৫

প্রতীকী মুদ্রা ২৫৫

আমিরকোহি বিধিবিধান ২৫৭

দৌলতাবাদ প্রসঙ্গ এবং চিন্তনীয় কয়েকটি দিক ২৫৮

দিল্লির সকল মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি ২৫৮

দৌলতাবাদের বিস্তৃতি দিল্লির সমান হওয়া অসম্ভব ২৬০

জনসংখ্যা স্থানান্তরের উদ্দেশ্য ২৬১

দিল্লিতে বাইরের মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা ২৬২

ইবনে বতুতার সাক্ষ্য ২৬৩

দৌলতাবাদ ও কুব্বাতুল ইসলামের নির্মাণ পূর্ণতা পায়নি ২৬৩

ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় আবেগের প্রাধান্য ২৬৬

দৌলতাবাদে জোরপূর্বক হিজরত করানোর উপকারিতা ২৬৭

কীর্তি, শান-শওকত এবং ইতিবাচক গুণাবলি ২৬৮

রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্বাচন এবং পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস ২৬৯

দরবারের শান-শওকত ২৭০

ইলমি সমাবেশ, জিয়াফত ও শিকার ২৭১

ডাকব্যবস্থার উন্নতি ২৭২

সাদাসিধে চালচলন এবং জনতার সাথে কম দূরত্ব বজায় রাখা ২৭৩

বংশীয় আমিরদের প্রতি ঘৃণা এবং বিদেশি অভিজাতদের সাথে হৃদ্যতা ২৭৩

অমুসলিমদের সঙ্গে নম্র আচরণ ২৭৫

সমৃদ্ধি ২৭৫
গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়তা ২৭৫
মদপানে নিষেধাজ্ঞা এবং পান পাতার সাধারণ ব্যবহার ২৭৬
কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহর মাজার নির্মাণ ২৭৬
অন্তহীন বদান্যতা ২৭৭
ন্যায়বিচার ২৭৮
মাত্রাহীন ধীশক্তি এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা ২৭৯
শেষকথা ২৮০

ফিরোজ শাহ তুগলক ২৮২
যেভাবে মসনদে আসীন হলেন ২৮২
প্রথম সংকট : খাজা জাহাঁ আহমাদ আয়াজের বিদ্রোহ ২৮৫
এক অপ্রত্যাশিত যুগের সূচনা ২৮৬

সুলতান ফিরোজ শাহর আমিরগণ ২৮৮
মালিক মকবুল : মালিক বশির ২৮৮
মালিক তাতার খান ২৮৮
আরও কজন গুরুত্বপূর্ণ আমির ২৮৯

চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ২৯০
প্রথম পদক্ষেপ : আইন পরিবর্তন ২৯০
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : ঋণ মাফ ২৯১
তৃতীয় পদক্ষেপ : মজলুমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ২৯১
চতুর্থ পদক্ষেপ : বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ২৯২
নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদ নির্মাণ ২৯২
জনতার সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও দয়া ২৯৩
শাহজাদি খোদাওন্দজাদাহর চক্রান্ত এবং সুলতানের অনুগ্রহ ২৯৪

ফিরোজ শাহর অভিযানসমূহ ২৯৭
বাঙালার প্রথম অভিযান ২৯৭
আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে সালতানাতের সনদ ২৯৮
মোঙ্গলদের হামলা ২৯৯
বাঙালায় দ্বিতীয় অভিযান ২৯৯
জাজনগর (ওড়িশা) অভিযান ৩০০
নগরকোট অভিযান ৩০১

ঠাট্টায় প্রথম অভিযান ৩০২
ঠাট্টা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিপর্যস্ত সফর ৩০২
ঠাট্টায় দ্বিতীয়বার অভিযান ৩০৪

ফিরোজ শাহ তুগলকের সংস্কার ও কৃতিত্ব ৩০৬

জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৩০৬
অবৈধ ট্যাক্স বিলুপ্তি ৩০৭
ন্যায়-ইনসাফ ৩০৭
দেওয়ানে খাইরাত (উপযুক্ত মেয়েদের বিবাহে সহায়তা-সংক্রান্ত দফতর) ৩০৭
আলেম, কারি ও হাফেজদের জন্য ভাতা ৩০৮
গরিব ও অসহায়দের জন্য বাজেট ৩০৮
বন্দিদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ ৩০৮
সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ৩০৯
কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি ৩০৯
কৃষি ও ফল-ফুলের চাষ ৩০৯
সেচব্যবস্থা ৩১০
অর্থনৈতিক উন্নয়নে গোলামদের ব্যবহার ৩১০
কারিগরি ও পেশা ৩১১
দারিদ্র্য বিমোচন এবং বেকার সমস্যার সমাধান ৩১২
জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাস ও সুখ-সমৃদ্ধি ৩১২

নির্মাণশিল্পে অবদান ৩১৩
ধর্মীয় নির্মাণকর্ম ৩১৩
জাতীয় ও প্রজাবান্ধব প্রকল্প ৩১৪
বস্তি ও শহর নির্মাণ ৩১৪
শান-শওকত প্রকাশের পরিকল্পনা ৩১৪
দিল্লিতে সম্প্রসারণমূলক নির্মাণকর্ম ৩১৫
হাসপাতাল ৩১৫
খানকাহ ও মুসাফিরখানা ৩১৫
মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার এবং আবাদ করা ৩১৬
নির্মাণকাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ৩১৬
অশোক স্তম্ভ ৩১৭

জ্ঞান ও শিল্পকলার বসন্ত ৩১৮
মাদরাসায়ে ফিরোজ শাহি ৩১৮
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৩১৯
ইতিহাসগ্রন্থ রচনা ৩১৯
প্রাচীন কিতাবাদির অনুবাদ ৩১৯
গোলামরা হয়ে ওঠেন শীর্ষশ্রেণির মানুষ ৩২০
থালা ঘণ্টা ৩২০
প্রত্নতত্ত্ব ৩২০
জাদুঘর ৩২১

শরিয়া আইন জারি ৩২২
রাফিজিদের ওপর বিধি-নিষেধ ৩২২
আবাহিয়া নামের শয়তানি ফিরকা দমন ৩২২
নবী অবমাননার শাস্তি ৩২৩
নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারকে মৃত্যুদণ্ড ৩২৩
খোদা দাবিদারের পরিণতি ৩২৪
মাজারে ভণ্ডামির কাজে বাধা প্রদান ৩২৪
নতুন মন্দির নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৩২৪
সোনা-রুপা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ৩২৪
প্রাণীর ছবি আঁকা ও সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা ৩২৫
ব্রাহ্মণদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ ৩২৫
ইসলামের প্রচার-প্রসার ৩২৫
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩২৬

ফিরোজ শাহ তুগলকের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর ৩২৭
উজির মালিক মকবুল খান জাহাঁর ইন্তেকাল ৩২৭
জুফর খানের ইন্তেকাল ও গুজরাটে বিদ্রোহ ৩২৭
শাহজাদা ফতেহ খানের ইন্তেকাল ৩২৭
হিন্দু চৌধুরি ও রাজপুতদের বিদ্রোহ ৩২৯
খান জাহাঁ সানি এবং শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩৩০
পিতার সাথে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে শাহজাদার অস্বাভাবিক কৌশল ৩৩০
উজির জাহাঁ সানির পলায়ন ৩৩১
ভারপ্রাপ্ত শাসক মুহাম্মাদ খান (সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ) : ৭৮৯

হিজরি ৩৩১
উজির খান জাহাঁ সানির করুণ পরিণতি ৩৩১
দিল্লির সালতানাত থেকে গুজরাটকে পৃথক্‌করণ ৩৩২
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বশিরের বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩২
ফিরোজি দাসদের বিদ্রোহ ৩৩৩
ইন্তেকাল ৩৩৪
একটি দুর্বলতা ৩৩৪

ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারী ও অরাজকতা ৩৩৫
ফিরোজ শাহের পর যেসব কারণে সালতানাতের পতন ঘটেছিল ৩৩৫
অরাজকতার নেতিবাচক প্রভাব ৩৩৬

তুগলক শাহ সানি, গিয়াসুদ্দিন ৩৩৮

আবু বকর শাহ বিন যফর খান বিন ফিরোজ শাহ তুগলক ৩৩৯

মুহাম্মাদ খান, নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ বিন ফিরোজ শাহ তুগলক ৩৪১

আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৩

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৪
প্রশাসনিক বিন্যাস ৩৪৪
রাষ্ট্র পরিচালনায় দিল্লির নতুন নীতি এবং জৌনপুরের শারকি সালতানাতের ভিত্তি ৩৪৫
পাঞ্জাবে সারিং খানের বিজয় ৩৪৫
সাআদাত খান এবং দিল্লির নায়েবে সালতানাতের মধ্যকার যুদ্ধ ৩৪৬

নুসরাত খান (ফিরোজাবাদের সমান্তরাল শাসক) ৩৪৮
সাআদাত খানকে হত্যা এবং শাহজাদা নুসরাতের উত্থান ৩৪৮
ফিরোজাবাদ ও দিল্লির মধ্যে তিন বছরের যুদ্ধ ৩৪৯
সারিং খানের উত্থান ৩৪৯
সারিং খানের পরাজয় ৩৪৯
ইকবাল মল্লুর উত্থান এবং শাহজাদা নুসরাতের শাসনের অবসান ৩৫০
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (অসহায় শাসক) এবং ইকবাল মল্লুর ক্ষমতা ৩৫০
ইকবাল মল্লুর হামলা এবং তাতার খানের গুজরাট প্রত্যাবর্তন ৩৫১

তৈমুর লং-এর হিন্দুস্তান আক্রমণ ৩৫৩
তৈমুরের পরিকল্পনা ৩৫৩
শাহজাদা পীর মুহাম্মাদের উচ আক্রমণ ৩৫৪
শাহজাদা পীর মুহাম্মাদের মুলতান ঘেরাও ৩৫৪
তৈমুরি বাহিনীর রওনা এবং আফগানিস্তানে লুটতরাজ ৩৫৫
ইয়াজদির বর্ণিত আরও কিছু তথ্য ৩৫৫
তালম্বা-তে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধ্বংসযজ্ঞ ৩৫৬
নুসরাত খোখরের আক্রমণ এবং শাহনেওয়াজে শস্য ভস্মীভূতকরণ ৩৫৭
পৌত্র ও পিতামহের মিলন ৩৫৭
দেপালপুর এবং পাকপত্তনের অবস্থা : তৈমুরের দ্রুতগতি ৩৫৮
ভাটন অবরোধ ৩৫৮
রাজস্থান থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত তৈমুরের ধ্বংসলীলা ৩৬০
দিল্লির কাছে ৩৬১
যমুনার ওপারের লোনি কেল্লা ধ্বংস ৩৬১
তৈমুর ফিরোজাবাদে ৩৬২
ইকবাল খান মল্লুর আক্রমণ ও পিছু হটা ৩৬২
বন্দিদের গণহত্যা ৩৬২
দিল্লির সামনে চূড়ান্ত যুদ্ধ ৩৬৩
দিল্লি অবরোধ : প্রাণভিক্ষার ঘোষণা ৩৬৪
সাময়িক শান্তি এবং খিজির খানের আগমন ৩৬৪
দিল্লিতে কেয়ামতের ভয়াল দৃশ্য ৩৬৫
তৈমুরের দরবারি ইতিহাসবিদ ইয়াজদির বর্ণনা ৩৬৬
দরবারি ইতিহাসবিদদের বিবরণের ওপর পর্যালোচনা ৩৬৮
দিল্লিতে মহামারি ৩৬৯
তৈমুরের প্রত্যাবর্তন : মিরাঠে ধ্বংসযজ্ঞ ৩৬৯
দোয়াব থেকে শিভালিক পাহাড় পর্যন্ত ব্যাপক লুণ্ঠন ৩৭০
কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দারের দুর্ভাগ্য ৩৭১
জম্মুর রাজার ইসলাম গ্রহণ ৩৭১
শিখা খোখরের ঘটনা ৩৭২
খিজির খানের পুনরায় উপস্থিতি এবং প্রতিনিধি নিয়োগ ৩৭৩
তৈমুর—সিন্ধু নদ থেকে সমরকন্দ পর্যন্ত ৩৭৩
তৈমুরি আক্রমণের পর উপমহাদেশের অবস্থা ৩৭৪

তৈমুরি ইতিহাসবিদদের অসার দাবি ৩৭৪

অরাজকতার চরম রূপ ৩৭৬
খণ্ড-বিখণ্ড সাম্রাজ্যের চালচিত্র ৩৭৬
শাহজাদা নুসরাত খানের দিল্লি দখল ও পলায়ন ৩৭৭
ইকবাল মল্লুর উত্থান ৩৭৮

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (দ্বিতীয়বার) ৩৭৯
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও ইকবাল মল্লুর মধ্যে বিরোধ ৩৭৯
ইকবাল মল্লুর পরিণতি ৩৮০
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ পুনরায় দিল্লির সিংহাসনে ৩৮০
তৈমুরের শেষ অভিযানসমূহ, মৃত্যু ও শাহরুখ মির্জার শাসন ৩৮০
দৌলত খান দবির এবং খিজির খানের বিরোধ ৩৮১
খিজির খানের দিল্লি আক্রমণ ৩৮২
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুগলকের মৃত্যু ৩৮২

দৌলত খান দবির ৩৮৩

একনজরে তুগলক শাসনামলের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ৩৮৪

তুগলক বংশের পতনের কারণসমূহ ৩৮৭
১. মুহাম্মাদ তুগলকের কিছু অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত ৩৮৭
২. ফিরোজ শাহ তুগলকের কিছু অনুচিত পদক্ষেপ ৩৮৮

সাইয়েদ বংশ (খিজির বংশ)

খিজির খান ৩৯৩
দৌলত খান দবির ও খিজির খানের দ্বন্দ্ব ৩৯৩
খিজির খানের শাসনের সূচনা ৩৯৪
নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস ৩৯৪
সাইয়েদ হওয়ার কাহিনি যে কারণে প্রচার করা হলো ৩৯৫
বিদ্রোহ ও অভিযানসমূহ ৩৯৫
খিজির খানের মৃত্যু ৩৯৬

মুবারক শাহ বিন খিজির খান ৩৯৭
অবিরাম অভিযানসমূহ ৩৯৭
মুবারক শাহের হত্যাকাণ্ড ৪০০

মুবারকাবাদ শহর ৪০১
তারিখে মুবারক শাহি ৪০১
মুবারক শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর ৪০২

মুহাম্মাদ শাহ বিন ফরিদ খান বিন খিজির খান ৪০৩
সরওয়ারুল মুলকের উত্থান ও পতন ৪০৩
মুহাম্মাদ শাহের পুনরায় রাজ্যাভিষেক এবং পদের নতুন বণ্টন ৪০৪
দিল্লির বাহিনী এবং সেরহিন্দের আফগানদের মধ্যে সংঘাত ৪০৪
বাহলুল লোধির সেরহিন্দ দখল এবং দিল্লির বাদশাহর সাথে চুক্তি ৪০৬
মালবের শাসক মাহমুদ খান খিলজির দিল্লি আক্রমণ ৪০৭
বাহলুল লোধি দিল্লি সম্রাটের সাহায্যকারী হিসেবে ৪০৭
দিল্লির সম্রাটের সাথে বাহলুল লোধির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৪০৮
মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যু ৪০৯

আলাউদ্দিন আলম শাহ ৪১০
অরাজকতা ৪১০
উজিরের ওপর বাদশাহর অসন্তোষ ৪১১
বাদায়ুনে বাদশাহর স্থায়ী বসবাস ৪১১
উজির হামিদ খানের গ্রেফতারি, মুক্তি এবং দিল্লির ওপর আধিপত্য ৪১২
বাদশাহর চরম উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতি ৪১২
হামিদ খান কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন বাহলুলকে অর্পণ ৪১৩
আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যু ৪১৪

খিজির বংশের শাসন কেন ব্যর্থ হয়েছিল? ৪১৫
১. কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা এবং তৈমুরের আক্রমণ ৪১৫
২. দুর্বল নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ৪১৫
৩. আর্থিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপ ৪১৬
৪. বিদ্রোহ এবং আঞ্চলিক সরদারদের উত্থান ৪১৬
৫. বহিরাগত হুমকি এবং লোধি বংশের উত্থান ৪১৬

খিলজি বংশ

৬৮৯-৭২০ হিজরি

১২৯০-১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ

শাসনকাল

চান্দ্রবর্ষ হিসেবে : ৩১ বছর

সৌরবর্ষ হিসেবে : ৩০ বছর

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি

৬৮৯-৬৯৬ হিজরি—১২৯০-১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

খিলজিদের পরিচয়

খিলজিদের বংশ সম্পর্কে একটি অভিমত হচ্ছে, বংশগতভাবে তারা তুর্কি না হলেও আপাদমস্তক তাদের রঙেই নিজেদের রাঙিয়ে ছিল। ফিরিশতাও বলেছেন, 'খিলজিরা বংশে তুর্কি ছিল না।'[১]

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, তারা ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত। তারা মধ্য-এশিয়া থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানের গরমসির এলাকায়, বিশেষ করে গজনির বুসত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে আবাস গড়ে তোলে। কয়েক শতাব্দী ধরে এখানে বসবাসের ফলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করে নেয়। যে কারণে কিছু ইতিহাসবিদ ভুলে তাদের আফগান মনে করেছেন। অথচ বংশগতভাবে তারা তুর্কিই ছিল। তাদেরকে আফগানি বলা একটি ভুল বুঝাবুঝির ফল। এটা তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এমন একটি এলাকায় বাস করতেন—যা পরবর্তীকালে পশতুভাষী লোকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়; কিন্তু তারা ছিল তুর্কি।[২]

জালালুদ্দিন খিলজি : এক নতুন যুগের সূচনা

বলবনের উত্তরসূরিদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হলে খিলজিদের শাসনকাল শুরু হয়। খিলজি সরদার মালিক ফিরোজ (শায়েস্তা খান) জালালুদ্দিন উপাধি ধারণ করে ৬৮৯ হিজরির মহররমে ৭০ বছর বয়সে দিল্লির মসনদে বসেন। তিনি প্রশাসন থেকে প্রাচীন তুর্কদের ইজারাদারি নির্মূল করেন।

---

১ وسائر امرائے خلج وغیرہکہ اصل از ترکان نیستند 'খিলজি আমির ও অন্যরা তুর্কি ছিলেন না।' (তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ৩১৩/১)

২ 'খিলজিরা ছিল তুর্কিদের একটি বিশেষ শ্রেণি।' (নুজহাতুল মুশতাক : ৭১৪/২)

ক্ষমতার এই পালাবদল শুধু একটি বংশের পতন এবং আরেকটি বংশের উত্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল এমন একটি কালের সমাপ্তি—যেখানে তুর্কি গোলামদের হাতেই ছিল ক্ষমতার বাগডোর। গোলাম বংশের শাসনক্ষমতার মধ্যে বহু কল্যাণকর বিষয় থাকার পরও তা কেবল কুতুবুদ্দিন আইবেকের গোলামদের বৃত্তেই ঘূর্ণায়মান ছিল। অন্য কোনো বংশের লোকদের পক্ষে মসনদ পর্যন্ত পৌঁছার কোনোই অবকাশ ছিল না। বলবনের যুগে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে একটি গুমোট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আর ভেতরে ভেতরে প্রতিক্রিয়ার লাভা উত্তপ্ত হচ্ছিল। তবে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যে, বলবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপটের ফলে পরিস্থিতির লাগাম তার হাতেই ছিল।

কিন্তু বলবনের ইন্তেকালের মাত্র কবছর পরেই খিলজিরা অতি সহজেই ক্ষমতার মঞ্চে চলে আসে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছিল, হিন্দুস্তানে একটি রাজবংশের প্রভাব চিরস্থায়ী থাকার মতো নয়। অন্যান্য বংশের যোগ্যতম লোকজনও রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকতর উপযোগী হতে পারে।

জালালুদ্দিন খিলজি তার পূর্বসূরি বাদশাহদের বিপরীতে পারস্পরিক পরামর্শ ও সংলাপকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি সকল গোত্রকে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি একজন উন্নত মেধাবী, উত্তম চরিত্রবান এবং নম্রহৃদয় বাদশাহ ছিলেন। শক্তির পরিবর্তে দয়া ও উদারতা দিয়ে অধীনস্থদের বিশ্বস্ততা অর্জনের দাবিদার ছিলেন।

তিনি জানতেন, দিল্লির অধিকাংশ লোক তুর্কি শাহি খান্দানকে ভীষণ ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। কারণ, তারা দীর্ঘ ৮০ বছর তাদেরই স্নেহ-ছায়ায় বসবাস করে এসেছে। ফলে তুর্কিদের বিপরীতে ভিন্ন বংশের লোকজনকে ক্ষমতার মঞ্চে দেখাটা তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। সুতরাং তিনি বলবনের সন্তানাদিকে শাহি মহল ‘কৌশিক লাল’ থেকে অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করেননি। শুধু বিজয়ীর বেশে দিল্লিতে প্রবেশের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখেন। তিনিও কিলোগড়িতে কায়কোবাদের প্রতিষ্ঠিত মহলে তার রাজসভা তৈরি করেন; যার কিছু অংশ তখনো নির্মাণাধীন ছিল। তিনি মহলের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ জারি করেন। এরপর সেখানে অবস্থান নেন। উজির ও আমিরগণও সেখানেই তাদের আবাস গড়ে তোলেন। এভাবেই দিল্লি শহরটি নতুন দিল্লি ও পুরাতন দিল্লি নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

পদ বণ্টন

নতুন সরকারের পদ বণ্টনে স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী আমিরদের উচ্চপদের আসীন করা হয়। তিনি তার ভাগনে আহমাদ হাবিবকে 'নায়েবে বার্বেক' (হাজিব) বানান আর নিজ ভাই ইয়াগরিশ খানকে সিপাহসালারের দায়িত্ব দেন। এ ছাড়া বড় ছেলেকে খানে খানান, মেঝো ছেলেকে আরকুলি খান এবং ছোট ছেলেকে কদর খান উপাধি দেওয়ার পাশাপাশি চাচা হুসাইনকে তাজুল মুলক উপাধি দেন। মালিক নসিরুদ্দিন বকবককে আমির হাজিবের পদ অর্পণ করেন।

নতুন সুলতান সাবেক তুর্কি আমিরদের সাধারণভাবে পদচ্যুত করা এড়িয়ে যান। বলবনের প্রবীণ বিশ্বস্তজন ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের ওপর শহরের শৃঙ্খলাব্যবস্থা দেখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর প্রবীণ উজির খাতিরকে মন্ত্রী পদে বহাল করেন।

বলবনের ভাতিজা চুজোকে তার চাহিদানুযায়ী কড়া ও মানিকপুরের সুবাদারি দেন।[৩] এ ছাড়া বলবনের পরিবারকে অনুমতি দেন, তারা চাইলে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারেন। কয়েক মাসের মধ্যেই জনগণ এটা বুঝতে পারে যে, ৭০ বছর বয়সি এই নতুন সুলতান সাবেক শাসকদের চেয়ে অধিকতর দয়ালু, বিনয়ী ও শান্তিপ্রিয়।[৪]

সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কৌশিক লাল মহলে প্রবেশ

কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের শঙ্কা দূর হলে তিনি প্রথমবারের মতো দিল্লিতে আসেন। তার প্রজা-পালন, সুন্দর ব্যবহার, নম্র স্বভাব মানুষকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমবারের মতো বলবনের শাহি মহলের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে সদর দরজায় দুই রাকাত শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেন। এরপর সাথিদের বলেন, 'আমি কীভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি! একদিন আমি যে দরবারে মাথা নত করতাম, আজ সেখানে আমার পা পড়েছে।'

সুলতান বলবনের বিশেষ বিশ্রামাগার কৌশিক মহলের কাছে গিয়ে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। মালিক আহমাদ হাবিব বলেন, 'এর তো কোনো দরকার ছিল

---

৩ কড়ার বর্তমান নাম এটাই। তবে একে 'কড়া কোস্বমী'-ও বলা হয়। কারণ, এটি ভারতীয় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কোস্বামীতে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি প্রয়াগ রাজ (এলাহাবাদ) থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। দিল্লি থেকে ৬৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। এই প্রাচীন জনপদটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিল্লি ও জৌনপুর সালাতানাতের অধীন গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। মানিকপুর গঙ্গা নদীর অন্যদিকের একটি জনপদ। কড়া ও মানিকপুরের মধ্যে প্রায় ১৫ কিলোমিটারের ব্যবধান।

৪ তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/১৭৬-১৭৭

রুকনুদ্দিন ইবরাহিম (কদর খান)

(৬৯৬ হিজরি—১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)

আলি গেরশাস্পের ইচ্ছা ছিল, তিনি দিল্লির সমান্তরাল লখনৌতি থেকে দেবগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। দিল্লির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবত তার আশার বাইরে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত সুলতানের স্ত্রী মালিকা জাহানের এক অদূরদর্শী পদক্ষেপ বিদ্রোহীদের জন্য দিল্লি দখল সহজ করে দেয়।

মালিকার ভুল সিদ্ধান্ত : রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের মসনদের আরোহন

ঘটনা হচ্ছে, সুলতানের নিহত হওয়ার খবর শুনেই মালিকা জাহান কারো সাথে পরামর্শ না করে তার ছোট ছেলে কদর খানকে বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অথচ তখন নিহত সুলতানের দুঃসাহসী ও অভিজ্ঞ ছেলে আরকুলি খান মুলতানে ছিলেন। তাকে সুলতান বানানো হলে তিনি পিতার হত্যাকারীদের পদানত করে শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারতেন। কিন্তু মালিকা জাহান দ্রুত কিলোগড়ি থেকে দিল্লিতে চলে আসেন এবং সবুজ প্রাসাদে তার ছেলেকে রুকনুদ্দিন ইবরাহিম উপাধি দিয়ে ক্ষমতার মঞ্চে বসিয়ে নেন। আমিরদেরকে জায়গাজমি এবং জায়গির দিয়ে মনে করেন—তারা স্বল্প বয়সি বাদশাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রথমত আরকুলি খান কদর খানের মসনদের বসার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন এবং দিল্লির সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে চুপচাপ মুলতানে অবস্থানকেই প্রাধান্য দেন। অথচ তিনি চাইলে ওই নাজুক মুহূর্তে দিল্লিকে সামলে নিতে পারতেন। এদিকে দিল্লির আমিররাও স্বল্প বয়সি বাদশাহর অধীনে থাকতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।[২৮]

আলি গেরশাস্পের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দয়া

এ খবর পেয়ে আলি দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি লখনৌতি অভিযান মুলতবি রেখে দিল্লি দখলের সিদ্ধান্ত নেন। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই তিনি আগ্রা থেকে দিল্লি অভিমুখে ধেয়ে আসেন। দেবগিরি বিজয়ের অপরিমেয় সম্পদ তার সাথেই ছিল।

---

[২৮] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩৫২-১; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৭; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৬

পথে তিনি আমির ও অফিসারদের ওপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষাতে থাকেন। এভাবে প্রতিটি জায়গায় নতুন নতুন সরদার এবং নেতৃবৃন্দ তার দলে যোগ দিতে থাকেন।[২৯]

পরিস্থিতি নাগালের বাইরে

আলির বাহিনী বাদায়ুনের কাছে পৌঁছালে রুকনুদ্দিন তাদের প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিলেও নিজে বের হওয়ার সাহস করেননি। কজন আমিরকে সিপাহি দিয়ে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়ে দেন। উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলে আলি চতুর রাজনীতিকের মতো দিল্লির আমিরদের সাথে সংলাপ শুরু করেন এবং যথেষ্ট সম্পদ দিয়ে তাদের কিনে নেন। এভাবে দিল্লির ৬০ হাজার সিপাহি তার দলে ঢুকে যায়।

মালিকা জাহান এ খবর পেলে দূত পাঠিয়ে আরকুলি খানকে বলেন, 'তিনি যেন এগিয়ে এসে দিল্লি রক্ষা করেন।' কিন্তু তিনি জবাব দেন, 'পরিস্থিতি আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আমাদের সেনারা বিদ্রোহী দলে মিশে গেছে। এখন আমার আগমন অর্থহীন।'[৩০]

রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের পলায়ন

খবরটি শোনামাত্র আলি গেরশাস্প দ্রুত দিল্লি অভিমুখে আক্রমণ শুরু করে দেন। তিনি একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছিলেন। সুতরাং জিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যমুনা নদীর তীরে পৌঁছে মাঞ্জানিক, দাব্বাবা এবং অন্যান্য অবরোধমূলক অস্ত্র নদীর এপাড়ে নামানো শুরু করেন। তার উদারতার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই প্রতিদিন দিল্লি থেকে দুই-তিনজন আমির বের হয়ে তার দলে যোগ দিতে থাকে।

এদিকে রুকনুদ্দিন যথেষ্ট সময় নষ্ট করার পর সেনাদল নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল লজ্জাজনক পরাজয় দাঁড়াবে বুঝতে পেরে দিল্লিতে ফিরে আসেন। এরপর যতটুকু সম্ভব ধনভান্ডার সাথে নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ মুলতান অভিমুখে রওনা দেন। এটি ৬৯৬ হিজরির জিলহজ মাসের ঘটনা। মালিক আহমাদ হাবিবসহ বিশ্বস্ত আমিরগণ তার সাথে চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া দিল্লির সকল আমির মানসিকভাবে নতুন বাদশাহকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[৩১]

---

২৯ তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৮-২৩৯; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৬

৩০ তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩-৩৫৪; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৯-২৪০; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৭

৩১ তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৪-৩৫৫; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৪২; তারিখে

শিহাবুদ্দিন উমর

৭১৫ হিজরি—১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ

আলাউদ্দিন খিলজির ইন্তেকালের পরের দিন ৭ই শাওয়াল ৭১৫ হিজরিতে (৫ই জানুয়ারি, ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) ছয় বছর বয়সি শিহাবুদ্দিন উমরকে মসনদে বসানো হয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ মালিক কাফুরের পরিকল্পনা। যাতে তার আড়ালে নিজে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারেন। এবার প্রতিদিন রাজদরবার বসত। বাদশাহ কিছুক্ষণ মসনদে বসে পরে মায়ের কাছে চলে যেতেন। আর কাফুর যাবতীয় নির্দেশাবলি জারি করতেন।[১১৪]

কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শাহজাদাদের ওপর জুলুম

শিহাবুদ্দিন উমরের ভাইদের মধ্যে খিজির খান, শাদি খান এবং মুবারক খান যুবক ছিলেন; মূলত তারাই ছিলেন সালতানাতের হকদার। তাই এদের নিয়ে মালিক কাফুরের অন্তরে প্রচণ্ড ভয় ছিল। খিজির খান আগেই গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দি ছিলেন। কাফুর তার এক বিশ্বস্ত অফিসারকে পাঠিয়ে বন্দি শাহজাদাকে অন্ধ করে দেন, যাতে তিনি বিদ্রোহ করতে সক্ষম না হন। খিজির খানের মাতা মালিকা জাহানের সব স্থাবর সম্পদ এবং অর্থ ও রত্ন বাজেয়াপ্ত করে নেন। এরপর কাফুর অপর শাহজাদা শাদি খানকেও অন্ধ করে গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দেন। তৃতীয় শাহজাদা মুবারক খানকে দিল্লির কেল্লায় বন্দি করে রাখেন। কাফুর তাকে সবেমাত্র অন্ধ করে দিতে চেয়েছিল—ইতোমধ্যে শাহজাদার মা মালিকা বিবি খবর পেয়ে দিল্লির প্রখ্যাত বুজুর্গ শাইখ আহমাদ জাম রহ.-এর সাহেবজাদা শাইখ নাজমুদ্দিন রহ.-এর মাধ্যমে দোয়া করান। দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়। ফলে কাফুর শাস্তি জারি করতে পারেনি; আর শাহজাদা মুবারক অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পান। কাফুর মূলত একজন হিজড়া হলেও সে হাস্যকর ও লজ্জাজনক একটি ঘটনার

[১১৪] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪১৮; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২; সিংহাসনে বসার উল্লেখিত তারিখটি তারিখে মুবারক শাহির ৮১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

অবতারণা ঘটায়। এর মাধ্যমে সে তার গুরুত্ব বাড়াতে চেয়েছিল। ঘটনাটি ছিল সুলতানের বিধবা রাজা রামদেবের মেয়ে জাঠিয়া পালিকে বিয়ে করে নেওয়া।[১১৫]

মুবারক শাহকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং কাফুরের পরিণতি

এরপর কাফুর কয়েকজন আমিরকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেয়। এরা তার নতুন ধারার শাসনকার্যের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাশাপাশি সে শাহজাদা মুবারককেও হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে সে কয়েকজন হিজড়াকে বন্দিখানায় পাঠিয়ে দেয়। শাহজাদা তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজের গলাবন্দ খুলে তাদেরকে দিয়ে দেন। পাশাপাশি তাদেরকে তার পিতার অনুগ্রহ ও পুরস্কারের কথা শুনিয়ে দেন। ওরা লজ্জায় ফিরে আসে এবং শাহজাদার গলাবন্দ তাদের অফিসারদের সামনে তুলে ধরে পুরো ঘটনা শোনায়। এ অফিসারগণও কাফুরের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে মুবাশশির ও বশির নামের দুজন অফিসার সিদ্ধান্ত নেন, এবার তারা যেকোনো মর্মে কাফুরকে হত্যা করে শান্ত হবেন।

রাতে মহলের দরজা বন্ধ হওয়ার পর অফিসারদ্বয় তাদের অধীনস্থ হিজড়াদের নিয়ে হঠাৎ কাফুরের শয়নকক্ষে ঢুকে তাকে হত্যা করেন। এরপর বন্দিখানায় গিয়ে বন্দি মুবারক শাহর শেকল কেটে তাকে বের করে নিয়ে আসেন। পরদিন দিল্লির আমিরগণ যখন দরবারে এসে পৌঁছান, তখন কাফুর ছিল পরপারের যাত্রী। আর শাহজাদা মুবারক খান ছিলেন তাদের সামনে দণ্ডায়মান। এবার শাহজাদা মুবারক খানকে কাফুরের জায়গায় সুলতানের নায়েব বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর তিনি এই অভিযোগ দায়ের করেন যে, শিশু বাদশাহর মা জাঠিয়া পালি তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং মসনদে বসার মাত্র সাড়ে তিন মাস পর ৭১৬ হিজরির মহররম মাসে (জানুয়ারি, ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) শিহাবুদ্দিন উমরকে মসনদ থেকে হটিয়ে তাকে অন্ধ করে গোয়ালিয়রের জেলখানায় ফেলে রাখা হয়। অতঃপর মুবারক খান নিজের হুকুমতের ঘোষণা দিয়ে দেন।[১১৬]

---

[১১৫] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪১৮; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২-৩৭৩

[১১৬] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪০১, ৪১৮, ৪১৯; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪; তারিখে মুবারক শাহি : ৮১-৮২

খসরু খান

৭২০ হিজরি—১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহকে হত্যার পর শাহি মহলের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এর প্রতিটি কোণা জংলি ও মূর্খ মূর্তিপূজারি বারওয়ারদের দ্বারা ভরে উঠেছিল। তারা মহলের মসজিদে নিজেদের সমাবেশ গড়ে তুলেছিল। কিছু লোক মসজিদের মেহরাবে মূর্তি রেখে এর উপাসনা শুরু করেছিল। কতিপয় চরম ধৃষ্ট ও বন্য প্রকৃতির লোকেরা মসজিদে থাকা কুরআনের কপিগুলো একটির ওপর আরেকটি তুলে অবশেষে একে বসার আসন হিসেবে ব্যবহার করছিল। (নাউজুবিল্লাহ)

খসরু খানের মসনদে আরোহণ

বাদশাহকে হত্যার পরদিন ৬ই রবিউল আউয়াল ৭২১ হিজরি খসরু খান রাজ মসনদে চড়ে বসে। সে 'নাসিরুদ্দিন' উপাধি ধারণ করে তার ভাই হুসামুদ্দিনকে 'খানে খানান' উপাধি দেয়। ইউসুফ সুফি নামের দিল্লিস্থ এক বদমাশ লোক এই রক্তাক্ত অভিযানে খসরু খানের ডান হাত ছিল। খসরু তাকে 'সুফি খান' উপাধিতে ভূষিত করে।[১৪৬]

আমিরদের নীরবতা : শাহজাদিদের সম্ভ্রমহানি

বিগত দুই বাদশাহর হাতে নিপীড়িত হবার পর দিল্লির আমিরদের মনোভাব এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে, অধিকাংশ আমির দ্বিরুক্তি ছাড়া ওই গাদ্দারকে

---

১৪৬ তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৪১১; কতিপয় ইতিহাসবিদ আল্লামা বারনির ইবারত থেকে বুঝেছেন, দেশব্যাপী বোধহয় এমন ঘটনা ঘটেছিল। স্থানে স্থানে মসজিদসমূহে মূর্তি রেখে পূজা আরাধনা চলছিল। তবে *জামে তারিখে হিন্দের* লেখক একে সুস্থ বিবেকের পরিপন্থি বর্ণনা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ আল্লামা বারনির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশেষভাবে ওই রক্তাক্ত ইনকিলাবের চিত্র তুলে ধরা। তখন দিল্লির রাজ কেল্লা ও সেখানকার প্রাসাদসমূহে হামলাকারীদের হাতে এসব ঘটনা ঘটেছিল। আর এটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, বিজয়ের নেশায় বর্বর হিন্দুরা এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে।

নিজেদের সুলতান মেনে নেন। ফলে বড় বড় আমিরদের খসরুর সামনে শিষ্টাচার বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। খসরুর ফরমান অনুযায়ী আলাউদ্দিন ও কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহর বেগম, দাসী ও শাহজাদিদের যুদ্ধবাজ বারওয়ারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারা এদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এ ছাড়া তার ফরমান মতে উল্লিখিত বাদশাহদ্বয়ের অনুগতদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়।[১৪৭]

আলায়ি শাহজাদাদের হত্যা

আলাউদ্দিন খিলজির চার ছেলে আগেই নিহত হয়েছিলেন, তবে তার ছোট ছেলে ফরিদ খান, আবু বকর খান, আলি খান এবং বাহাদুর খান তখনো জীবিত ছিলেন। তারা তাদের মায়েদের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করছিলেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে অন্ধ করে ফেলা হয়।[১৪৮]

আলাউদ্দিন খিলজির ভাগনে মালিক নুসরাত রাজনীতি থেকে দূরে ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকা দরবেশ প্রকৃতির লোক; কিন্তু তাকেও জীবিত রাখা হয়নি। এভাবে খিলজি খান্দানের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলা হয়।[১৪৯]

নতুন পদ বণ্টন

খসরুর কাছে নিজস্ব লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু এরা রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব ছিল না। তাই খসরু নিজের লোকদের বিপুল পুরস্কার ও উপহার প্রদানের পাশাপাশি বড় বড় খেতাব দ্বারা ভূষিত করলেও রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাবেক আমিরদেরই মুখাপেক্ষী ছিল। সে মালিক আইনুল মুলক মুলতানিকে আমিরুল উমারা, ওয়াহিদুদ্দিন কুরাইশিকে উজিরে সালতানাত এবং ফখরুদ্দিন জুনাকে আখুর বেগ (শাহি আস্তাবলের অফিসার) নিযুক্ত করে। মালিক জুনাকে এই সম্মান দেওয়ার কারণ ছিল—তার পিতা দেপালপুরের শাসক গাজি মালিক বিশ্বস্তদের একজন ছিলেন। এই ভদ্র আমিরগণও কেবল সময়ের আপদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এসব পদ গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে তারা ছিলেন ভীষণ অসন্তুষ্ট ও ভেতরে ভেতরে পীড়িত।[১৫০]

---

[১৪৭] তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৪০৯-৪১০

[১৪৮] তারিখে মুবারক শাহি : ৮৭

[১৪৯] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪৩৩

[১৫০] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ : ১৫১-১৫০/১; তারিখে মুবারক শাহি : ৮৭